ঝিনাইদহের হাটগোপালপুরে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের শীতবস্ত্র বিতরণ

ঝিনাইদহে হাটগোপালপুর শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ব্যাংক কার্যালয়ে দুই শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়।
এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম বখতিয়ার, হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই রবি শংকর নাগ, এডভোকেট আবদুর রশিদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আরব আলী, সমাজসেবক মহিউদ্দিন টিটুসহ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনা সভা শেষে দুই শতাধিক দুস্থ অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।
শীতবস্ত্র পেয়ে অসহায় মানুষগুলো সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানটি সুনামের সাথে মানুষের কল্যাণে সেবামূলক সকল কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

‘নব উদ্যোগে অধিকার রক্ষায় আগামীর পথে’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও নতুন বছর আগমন উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা আয়োজন করা হয়।

হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আয়োজনে অরণী থিয়েটারের আহবায়ক নিশান সাবেরের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজ রহমান রিটন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সংগীত পরিবেশণ ও কবিতা আবৃত্তি করে দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলেন।
পরে, সকালে অনুষ্ঠিত হওয়া ফুটবল ম্যাচ, চিত্রাংকন ও কবিতা আবৃত্তি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আয় বৃদ্ধির খবরে তিন দিনে মূল্যবৃদ্ধি ৩৬%

শেয়ারবাজারে তিন কার্যদিবসে ৩৬ শতাংশ বা ১৮ টাকা দাম বেড়েছে সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি)। কোম্পানিটির আয়ের বড় ধরনের উত্থানে বাজারে শেয়ারের দামেও বড় উত্থান ঘটেছে কোম্পানিটির। তাতে তিন দিনের ব্যবধানে ৪৯ টাকার শেয়ারের বাজারমূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ টাকায়।

গত রোববার কোম্পানিটি তাদের চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করেছে। তাতে প্রথম প্রান্তিক শেষে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় বা ইপিএস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ টাকা ৩৪ পয়সায়। আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে যা ৩ টাকা ৭৬ পয়সা বা ৬৪৮ শতাংশ বেশি।

গত বছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে কোম্পানিটির ইপিএস ছিল মাত্র ৫৮ পয়সা। কোম্পানিটি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিকভাবে জাহাজের ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় কোম্পানিটির আয়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়েছে। আর এ তথ্য প্রকাশের পর থেকে কোম্পানিটির শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। তাতে তিন দিন ধরেই কোম্পানিটির শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ করে বেড়েছে।

মেহেরপুরে জোসনা বেকারির ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর শহরের জোসনা বেকারিতে ময়লা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নষ্ট পচা ডিম কেক তৈরিতে ব্যবহার, খাবারের মেয়াদের তালিকা না থাকা, অনুমোদনহীন প্রোডাক্ট বিক্রি করা, বিএসটিআই এর অনুমোদন ছাড়া দই তৈরি করায় ২০ হাজাার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ অভিযান চালানো হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় বেকারিতে ময়লা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পচা ডিম কেক তৈরিতে ব্যবহার, অনুমোদনহীন প্রোডাক্ট বিক্রি করা, খাবারে মেয়াদের তালিকা না থাকা,, বিএসটিআই এর অনুমোদন ছাড়া দই তৈরি করার কারনে বেকারির মালিকের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদসহ পুলিশের একটি দল সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় তিন পরিকল্পনা

বাংলাদেশের শহর এলাকায় গত ১৫ বছরে জনপ্রতি প্লাস্টিকের গড় ব্যবহার বেড়েছে ছয় কেজি। ২০০৫ সালে বার্ষিক জনপ্রতি ব্যবহার ছিল তিন কেজি, তা ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৯ কেজিতে। ২০২০ সালে মাঠ

পর্যায়ে করা বিশ্বব্যাংকের বর্জ্য সংরক্ষণ পরামর্শ জরিপে উঠে এসেছে এসব তথ্য। তারা বলছে, করোনার কারণে প্লাস্টিকের ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়েছে। বিশেষ করে পিপিই, মাস্ক ও করোনার অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবহারের কারণে। তবে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো এবং পুনর্ব্যবহারের লক্ষ্যে ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা নিয়েছে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কর্মপরিকল্পনার কথা জানান পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন।

পরিবেশ রক্ষায় টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনাগুলো হলো, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ওয়ানটাইম প্লাস্টিকের ব্যবহার ৯০ শতাংশ বন্ধ করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিকের বর্জ্য উৎপাদন ৩০ শতাংশ হ্রাস করা। অনুষ্ঠানে ‘বাংলাদেশের টেকসই প্লাস্টিক ব্যববস্থাপনার লক্ষ্যে বহুখাত কর্মপরিকল্পনা’ শীর্ষক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, ‘আমরা পরিবেশ রক্ষায় বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি আজকে যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করলাম তার বাস্তবায়ন আপনাদের আমাদের সবার করতে হবে। তাহলেই এসডিজি লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমরা দেশের মাটিতে সচেতন নই, দেশে যেখানে সেখানে ময়লা, আবর্জনা, প্লাস্টিকের বোতল ফেলি, কিন্তু বিদেশে গেলে আমরা সচেতন। এর জন্য আমাদেরকেই আগে সচেতন হতে হবে। সরকারের একার পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও পদক্ষেপ নিতে হবে।’

এর আগে উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর দানদান চেন বলেন, ‘দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও নগরায়ণের কারণে বাংলাদেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার এবং দূষণ উভয়ই হঠাৎ বেড়ে গেছে। করোনাভাইরাস মহামারি প্লাস্টিক আবর্জনার অব্যবস্থাপনাকে আরো বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের এখনই সময় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সবুজ প্রবৃদ্ধির দিকে যাওয়া।’

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বহুখাত কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বুশরা নিশাত। তিনি বলেন, ‘ইউরোপের দেশগুলোতে গড় মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ১০০ কেজিরও বেশি, যেটি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি। তবে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দূষণের শিকার হওয়া দেশগুলোর তালিকার সবচেয়ে ওপরে থাকা দেশগুলোর অন্যতম এবং প্লাস্টিক বর্জ্যের অব্যবস্থাপনাই এর জন্য দায়ী।’ তিনি আরো বলেন, ‘উন্নত দেশগুলোতে বেশি প্লাস্টিকের ব্যবহারের পরও তারা তাদের পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রেখেছে শুধুমাত্র ভালো ব্যবস্থাপনার জন্য। আমাদেরকেও সেদিকে নজর দিতে হবে আর তার জন্য এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।’

২০২০ সালে বিশ্বব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে করা জরিপে আরো বলা হয়, রাজধানী ঢাকার বাসিন্দারাই বছরে মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার করে ২৪ কেজি, যা জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশি। কারণ হিসেবে তারা বলছে, করোনা সংকটের কারণে প্লাস্টিক দূষণ খারাপ অবস্থায় এসেছে। বিশেষ করে মাস্ক, গ্লাভস এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদিতে (পিপিই) প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়েছে। এসব প্লাস্টিক বর্জ্যের একটি বড় অংশ জলাশয় ও নদীতে ফেলা হয়, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

এ সময় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) মো. সেলিম রেজা বলেন, ‘আমরা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ময়লা বিশেষ করে প্লাস্টিকের বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছি। তার মধ্যে একটি হলো নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া। এরই মধ্যে আমরা বেশ সাড়া পেয়েছি, পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা এরই মধ্যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরো বলেন, ‘তবে এই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। আমাদের সচেতনতা আরো বাড়াতে হবে।’

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে, ওয়েস্ট কনসার্নের নির্বাহী পরিচালক আবু হাসনাত মো. মাকসুদ সিনহা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গাউসিয়া চৌধুরী। এ ছাড়া ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি জসিম উদ্দিন।

আশা জাগাচ্ছে কৃষিপণ্য রপ্তানি

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ এখন অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারেও কৃষিপণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা দেখছে। এরই মধ্যে জয় করেছে প্রতিবেশী দেশ ভারত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজার।

বিশ্বব্যাপী করোনার মহামারির প্রভাবের মধ্যেও গত (২০২০-২১) অর্থবছরে ১০০ কোটি ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে কৃষিপণ্য। চলতি অর্থবছরের (২০২১-২২) প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) আয় করেছে প্রায় ৫৬ কোটি ডলার। প্রতি ডলার ৮৭ টাকা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় তা দাঁড়ায় চার হাজার ৮৭২ কোটি টাকা। এই আয় আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, এই ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরে ১১০ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই পূরণ করা সম্ভব হবে। এ নিয়ে দেশের উদ্যোক্তা ও সরকারের নীতি-নির্ধারকরা আরো বড় স্বপ্ন দেখছেন। তাঁরা জানান, দেশের কৃষিপণ্যের উন্নয়নে সম্প্রতি যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ডস সফর করেছে সরকারি-বেসরকারি একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় কৃষিপণ্য নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সুপারশপ সেইন্সবারি ও টেসকো। এ ছাড়া বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক দেশ নেদারল্যান্ডসের একটি কারিগরি দল সহায়তা দিতে আগামী মার্চ মাসে আসছে বাংলাদেশে।

রপ্তানিকারকরা মনে করেন অবকাঠামোগত সহায়তা পাওয়া গেলে আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে কৃষিপণ্যে রপ্তানি দিগুণ করা সম্ভব। দেশের কৃষিপণ্যের বিশ্ববাজারের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্য রপ্তানি বাড়াতে সরকার নানা ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সম্ভাবনা যাচাই ও জ্ঞান অর্জনে সরকারি-বেসরকারি একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সফর করেছে। সেখান থেকে ইতিবাচক সারা মিলেছে। এ প্রেক্ষাপটে আগামী বছর মার্চ মাসে ডেনমার্কের একটি কারিগরি প্রতিনিধিদল আসছে বাংলাদেশে। এই প্রতিনিধিদল দেশের কৃষি আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি সহায়তা, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও

বিপণন বাড়াতে সহায়তা করবে।’

সরকার দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রামে বাস করছে। তাদের আয় বাড়াতে, কৃষিপণ্য রপ্তানি বাড়াতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ জন্য কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়। ভর্তুকি দেওয়া হয় সারে। এ ছাড়া দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে শাক-সবজি, ফল দেশের বাইরে যায়। বাড়ছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি বাজার। এর পরও সরকার চায় কৃষির সঙ্গে জড়িত মানুষদের আয় বাড়াতে।’

রপ্তানিকারকরা জানান, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে নানা ধরনের সমস্যা সমাধানে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ঠিক, কিন্তু বিমানবন্দরে কার্গো সমস্যা, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাঁদের। এ ছাড়া দক্ষ জনশক্তি এবং বিশ্বমানের স্বীকৃত মানসনদের সমস্যা তো আছেই।

এ বিষয়ে সবজি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলস এলাইড প্রডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফভিএলপিইএ) সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘ক্রেতার চাহিদা অনুসারে পণ্য রপ্তানি করা হলেও সব পণ্যের ল্যাব নেই বাংলাদেশে। এ জন্য কিছু কিছু পণ্যে গুজরাট এবং সিঙ্গাপুর থেকে মান পরীক্ষা করে আনা হয়। এ ছাড়া সরকার আন্তরিক হলেও সিভিল এভিয়েশনে কর্তৃপক্ষের সুনজর কম।’ তিনি বিমানবন্দরে স্ক্যানার সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং কার্গো বিমানে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পচনশীল পণ্য পরিবহন করার একটি নীতিমালা করার দাবি জানান।

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের চিফ অপারেটিং কর্মকর্তা পারভেজ সাইফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘কৃষি খাতের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে অংশীদারি বাড়ছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, একই সঙ্গে নেদারল্যান্ডসও কৃষিতে বিশ্ববাজারের বড় অংশীদার। এই অংশীদারির ফলে বাংলাদেশের উৎপাদন থেকে দক্ষতা উভয় ক্ষেত্রে লাভবান হবে। দেশটির প্রযুক্তি সহযোগিতা নেওয়া গেলে পেঁয়াজ, টমেটো এবং আলুসহ কৃষিপণ্য দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে ২০০ কোটি ডলারের কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আয় করা সম্ভব।’

অ্যাগ্রো ফুড প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইকতাদুল হক বলেন, ‘দেশের কৃষিজাত পণ্যের একটি অংশ ভারতের সেভেন সিস্টারস

এলাকায় যায়। এই অঞ্চলে মোট রপ্তানির ১৫-২০ শতাংশ যায়। তবে ভারতের কিছু অশুল্ক বাধা (নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার) আছে। এসব বাধা দূর করা গেলে আরো ৫-১০ শতাংশ রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব।

হাতের কাজে বিশ্বজয়

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও একঝাঁক এসএমই উদ্যোক্তা আমাদের প্রতিনিয়ত চমৎকৃত করে চলেছেন। তাঁদের কেউ কেউ চোখের সামনে কারখানা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরও ভেঙে পড়েন না, কেউ কেউ মিথ্যা অপবাদে নিঃস্ব হলেও ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠেন, কেউ কেউ সোনালি আঁশের নবজাগরণের জন্য কাজ করেন।

এ রকম সাধারণের মাঝে অসাধারণ ছয়জন স্বপ্নজয়ী উদ্যোক্তাকে দেওয়া হয়েছে ‘আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার ২০২১’। তাঁদের মধ্যে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন ক্লে ইমেজের স্বত্বাধিকারী রেহানা আক্তার

প্রকৌশলী ও চিকিৎসক পরিবারের সন্তান রেহানা আক্তার সবাইকে চমকে দিয়ে যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন, সেদিনও তিনি জানতেন না তিনি জীবনের এক বাঁকে হাজির হয়েছেন।

১৯৯৩ সালে এইচএসসির পর একটা প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি হলেও সেটার ক্লাস শুরু হতে দেরি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ও ঘ ইউনিটের অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির সুযোগ হবে না মনে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষা দেন। আঁকাআঁকি একটু-আধটু ভালো লাগত বলে একই দিনে ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে চারুকলায় পরীক্ষা দেওয়া। মৌখিক পরীক্ষার সময় ইনস্টিটিউটে মাটি আর সিরামিকের কাজ দেখে আগ্রহী হন।

বড় বোন বললেন, ‘পেইন্টিং না পেলে ক্রাফটিং নিয়ো তাহলে নিজে একটা কিছু করতে পারবে’। ক্লাস শুরু হতে না হতে রেহানা প্রেমে পড়ে গেলেন মৃৎশিল্পের। এবং সেটার প্রমাণও দিয়ে দিলেন শুরুতে।

চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিবছর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিযোগিতা হয়।

সেখানে সিনিয়রদের হারিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন রেহানা। শিক্ষকেরাও উৎসাহ দেন তাঁদের প্রিয় শিক্ষার্থীকে। প্রথমে নিজেদের বাসার সিঁড়ির নিচের ছোট্ট জায়গায় একটা স্টুডিও বানান। কাজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় উঠে আসেন বাসার চিলেকোঠায়। একটু একটু করে যন্ত্রপাতি জোগাড়ে নামেন।

পুঁজি সংগ্রহের জন্য সপ্তাহে এক দিন বুটিক হাউসে কাজ নেন আর বাসার বারান্দায় দুই শিশু শিক্ষার্থীকে ড্রয়িং শেখাতে শুরু করেন। রেহানার আগে সবাই হ্যান্ডমেড সিরামিকের শোপিস বানানোতে সীমাবদ্ধ থাকতেন। শিল্পী যেমন তুলির আঁচড়ে তাঁর শিল্পকে মানুষের কাছে নিয়ে যান তেমনি রেহানা আক্তারও মাটির ওপরে তাঁর শিল্পকর্মকে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে পৌঁছে দিতে চান। এতে দৈনন্দিন ব্যবহার্য তৈজসপত্রেও নিজের রুচি ও আধুনিকতার মিশেলে রেহানা শোকেসের ধারণাকে দৈনন্দিন ব্যবহারে নিয়ে আসলেন। শোপিসের বদলে টেবিল ওয়্যার বানাতে শুরু করলেন।

অতিথিদের সঙ্গে এসএমই পুরস্কার ২০২১ পাওয়া বিজয়ীরা। (বসা, বাঁ থেকে) মো. ওলি উল্লাহ, রেহানা আক্তার, ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী, রাজিয়া সুলতানা, মো. মনির হোসেন ও কামরুন্নাহার খানম। (দাঁড়িয়ে, বাঁ থেকে) মো. জাকের হোসেন, মির্জা নূরুল গণী, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, এম জামাল উদ্দিন, মুহম্মদ গাজী তৌহীদুর রহমান ও মতিউর রহমান। গত মঙ্গলবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে
অতিথিদের সঙ্গে এসএমই পুরস্কার ২০২১ পাওয়া বিজয়ীরা। (বসা, বাঁ থেকে) মো. ওলি উল্লাহ, রেহানা আক্তার, ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী, রাজিয়া সুলতানা, মো. মনির হোসেন ও কামরুন্নাহার খানম। (দাঁড়িয়ে, বাঁ থেকে) মো. জাকের হোসেন, মির্জা নূরুল গণী, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, এম জামাল উদ্দিন, মুহম্মদ গাজী তৌহীদুর রহমান ও মতিউর রহমান। গত মঙ্গলবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলেপ্রথম আলো
সে সময় তাঁর কোনো চুল্লি ছিল না। কাজ গুছিয়ে রায়েরবাজার থেকে পুড়িয়ে আনতেন। ১৯৯৭ সালে ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের একটি মেলাতে যোগ দেন। তিন দিনের মেলার জন্য যা সামগ্রী তৈরি করেন সব কটিই বিক্রি হয়ে যায় প্রথম দিন। বুঝতে পারেন চাহিদা আছে। নিজের প্রতিষ্ঠানকে বড় করা যায়।

এর মধ্যে পড়া শেষ হয়। একটা চাকরিও জুটে যায় একটি বিখ্যাত সিরামিক কোম্পানিতে। কিন্তু সিরামিক কারখানা ঢাকা থেকে দূরে হওয়ায় বাবা

তাঁকে চাকরি করতে নিষেধ করেন। কিন্তু রেহানার মনে সিরামিক নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে ও স্বপ্ন লালিত হতে থাকে।

আর এরপরই ক্লে ইমেজকে বড় করতে নামেন রেহানা। পরিবারের পক্ষ থেকে ১০ লাখ টাকার সহায়তা দেওয়া হয়। মিরপুর ১১ নম্বর সেকশনে বাবার একটা জায়গাতে টিনশেডের একটি ঘরে নতুন করে যাত্রা শুরু করেন। দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন। এটি ২০০২ সালের ঘটনা।

এখন তাঁর সেই একচালা টিনশেডের জায়গাতে তিনতলা কারখানা। রয়েছে নিজের চুল্লি। কাজ করেন ৭০ জন কর্মী। তাঁর পণ্যের বড় চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যাত্রাপথে চারুকলায় তাঁর শিক্ষক সায়ীদ তালুকদার, মরণ চাঁদ পাল ও স্বপন শিকদারের কথা স্মরণ করেন।

রেহানার কারখানার নির্মাণকর্মীদের সবাই নারী। কোনো কোনো কর্মী তাঁর সঙ্গে আছেন ১৫ বছর ধরে। বিয়ের পর নবদম্পতিদের জন্য অস্থায়ী ডেরার জন্য একটি ডরমিটরি বানিয়ে নিয়েছেন। সেখানে থেকে পরে নিজেদের ঠিকানায় উঠে পড়ে সবাই। কারখানায় কর্মীদের শিশুসন্তানদের দেখভালের ব্যবস্থাও করেছেন।

এখন তাঁর বানানো তৈজসপত্র চলে যাচ্ছে বিশ্বের ৩০টি দেশে। কানাডার টরন্টোর একটি গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই রেহানার ক্লে ইমেজের তৈজস রয়েছে।

সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২০ সালে পেয়েছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার।

তাঁর পণ্যের যত চাহিদা তার বড় অংশই মেটাতে পারেন না। তাই ৫ বিঘা জমিতে নিজের কারখানা সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন রেহানা সেখানে কাজের বড় অংশ হাতেই করবেন দক্ষ কর্মীরা।

কিন্তু যন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বাড়বে কয়েক গুণ। ধানমন্ডি ও মিরপুরের শোরুম ছাপিয়ে নিজের পণ্যকে পৌঁছে দিতে চান আরও বৃহত্তর পরিসরে।সেই কাজে মনোনিবেশ করেছেন ক্লে ইমেজের উদ্যোক্তা রেহানা আক্তার।

খরচ কম, তাই নজর উপশাখায়

রাজধানীর মিরপুর-১৪ নম্বর এলাকার ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে কচুক্ষেত এলাকায় যেতে সড়কের উভয় পাশে আটটি ব্যাংকের উপস্থিতি রয়েছে। এর মধ্যে একই জায়গায় দুদিকে সাতটি। এক পাশে সোনালী, ডাচ্–বাংলা ও প্রাইম ব্যাংকের ইব্রাহিমপুর এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সেনানিবাস শাখা। অপর পাশে আইএফআইসি, প্রিমিয়ার ও ইস্টার্ণ ব্যাংকের (ইবিএল) উপশাখা।

শাখাগুলো বেশ পুরোনো হলেও উপশাখাগুলো খোলা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। এর মধ্যে আইএফআইসি ব্যাংকের উপশাখাটি চালু হয় গত বছরের জুলাইয়ে। সেটিতে গিয়ে দুজন কর্মকর্তা, একজন কর্মচারী ও একজন নিরাপত্তা প্রহরী দেখা গেল। উপশাখাটি এ পর্যন্ত ১০ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে। তবে ঋণ দিয়েছে মাত্র ৭০ লাখ টাকা। এই উপশাখা আইএফআইসি ব্যাংকের মিরপুর শাখার অধীন। মিরপুর শাখার অধীনে এ রকম আরও ছয়টি উপশাখা রয়েছে।

উপশাখাটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোনিয়া হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘ব্যাংকের প্রায় সব ধরনের সেবা এখানে দেওয়া হয়। মানুষ অবশ্য বিভিন্ন বিল জমা দিতে বেশি আসছেন।’

জানতে চাইলে আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ আলম সারওয়ার প্রথম আলোকে বলেন, ‘শহরে প্রতি তিন মাইল ও গ্রামে প্রতি পাঁচ মাইল পরপর আমাদের উপশাখা পৌঁছে যাবে। এসব উপশাখায় পূর্ণাঙ্গ শাখার মতো সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা মিলছে। এভাবে আমরা এক কোটি পরিবারকে ব্যাংকিং সেবায় যুক্ত করতে চাই। সে জন্য প্রযুক্তি, ব্যবসায়িক মডেল ও মানবসম্পদে বড় বিনিয়োগ করা হয়েছে।

শহরে প্রতি তিন মাইল ও গ্রামে প্রতি পাঁচ মাইল পরপর আমাদের উপশাখা পৌঁছে যাবে। এসব উপশাখায় পূর্ণাঙ্গ শাখার মতো সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা মিলছে।
বিভিন্ন ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারা এখন অর্থ খরচ করে বৃহৎ পরিসরে শাখা খোলার পরিবর্তে উপশাখা চালুর দিকেই বেশি নজর দিচ্ছে। শুধু রাজধানীতে নয়, সারা দেশেই তা করা হচ্ছে।এভাবে সবার

কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে উপশাখা চালু করেছে ৩৬টি ব্যাংক। আগে যা ব্যাংকিং বুথ নামে পরিচিত ছিল, তা-ই এখন উপশাখা। এতে কম খরচে ব্যাংকিং সেবা ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বদৌলতে তৈরি হচ্ছে নতুন গ্রাহক, বাড়ছে আমানত। এতে ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার নতুন সম্ভাবনা হয়ে উঠছে উপশাখা। একই সঙ্গে উপশাখাগুলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে বলে মনে করছেন ব্যাংকার ও বিশ্লেষকেরা। তবে তাঁরা বলছেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতে উপশাখার মাধ্যমে ঋণ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকিং বুথ স্থাপনসংক্রান্ত নীতিমালা জারি করে। বলা হয়, ব্যাংকিং বুথের আয়তন হবে এক হাজার বর্গফুটের মধ্যে। এরপরই ব্যাংকগুলো বুথ স্থাপন জোরদার করে। আর ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকিং বুথের নাম পাল্টে উপশাখা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এগুলো পরিচালিত হচ্ছে ব্যাংকের নিকটবর্তী শাখার অধীনে। উপশাখায় বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম ছাড়া আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রমসহ সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়।

এ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে, যাতে পুরো দেশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আসে। তবে গ্রাম থেকে পাওয়া আমানতের পুরো টাকা শহরে বিতরণ করা যাবে না।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোর মোট উপশাখা ছিল ৩৯৩টি, যা ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বেড়ে হয় ১ হাজার ১৪৭টি। চলতি বছরের জুনে আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৬৭২টি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০০টি উপশাখা হচ্ছে বেসরকারি খাতের আইএফআইসি ব্যাংকের। পরের অবস্থানে রয়েছে এনআরবি কমার্শিয়াল (এনআরবিসি) ব্যাংক। নতুন প্রজন্মের এই ব্যাংকের রয়েছে ৩৯৩টি উপশাখা। উল্লেখযোগ্য অন্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের ১৯৪টি, ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের ৮৮টি ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের (এসআইবিএল) ৭৯টি উপশাখা রয়েছে।

অন্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইউসিবির ৬০টি, এমটিবির ৩২টি, পূবালীর ৩০টি, যমুনার ৩০টি, ওয়ানের ২৭টি, গ্লোবাল ইসলামির ২৭টি, ইউনিয়নের ২৩টি ও সাউথইস্টের ২টি উপশাখা রয়েছে। এদিকে বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি এখন সরকারি খাতের ব্যাংকগুলোও উপশাখা খুলতে শুরু করেছে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, উপশাখার মাধ্যমে মূলত ব্যাংকে আসে না

এ রকম আমানত সংগ্রহে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। কিছু ব্যাংক তাদের উপশাখাগুলোকে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যও বেঁধে দিয়েছে। তবে ঋণের ক্ষেত্রে তা করেনি। তাই উপশাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘সবাইকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের পাশাপাশি উপশাখা খোলায় জোর দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা মানুষের বাড়ির পাশে পৌঁছে যাচ্ছে। উপশাখার মাধ্যমে ঋণ দেওয়ারও অনুমতি রয়েছে। ব্যাংকগুলো কেন উপশাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ বাড়াচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না।’

উপশাখা হলো ব্যাংকের শাখার আদলে ছোট পরিসরের ব্যবসাকেন্দ্র। কম খরচে আর্থিক সেবা দিতে একটি শাখার অধীনে কয়েকটি উপশাখা কাজ করে। উপশাখায় সর্বোচ্চ ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করেন। তবে কোনো কোনো উপশাখা মাত্র দুজন কর্মকর্তা দিয়ে চালাতেও দেখা যায়। কম লোকবল নিয়োগ দেওয়ায় এবং সাজসজ্জা কম করায় উপশাখার পেছনে খরচ কম হয়।

ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্সের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক মুস্তফা কে মুজেরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই সেবার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জনগোষ্ঠী সেবার আওতায় আসছে। এই কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে, যাতে পুরো দেশ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আসে। তবে গ্রাম থেকে পাওয়া আমানতের পুরো টাকা শহরে বিতরণ করা যাবে না। এতে আঞ্চলিক বৈষম্য আরও প্রকট হবে। ব্যাংকগুলোকে উপশাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

ভারতে নীতি সুদ টানা ৯ প্রান্তিকে অপরিবর্তিত

টানা ৯ প্রান্তিকে নীতি সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া। আগের আট

প্রান্তিকের মতো আগামী জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকের জন্য নীতি সুদের হার থাকবে ৪ শতাংশ।

ভারতের বাজারে নানা ধরনের আলোচনা ছিল। প্রবৃদ্ধির চাকায় গতি বাড়াতে স্থিতাবস্থা, নাকি মূল্যস্ফীতিতে লাগাম পরাতে সুদবৃদ্ধি, ঋণনীতিতে রিজার্ভ ব্যাংক কোন কৌশল নেবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। তবে শেষ পর্যন্ত মধ্যপথেই হাঁটল আরবিআই। সুদের হার অপরিবর্তিতই রাখল।

বিজ্ঞাপন
চলতি অর্থবছরে ভারতের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসও ৯ দশমিক ৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রাখল তারা। তারা বলছে, মহামারির পরে জাতীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু তা এখনো যথেষ্ট গতি পায়নি। বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন বিরূপ ঘটনার প্রভাব থেকে বের হয়ে আসার শক্তি এখনো সঞ্চয় করতে পারেনি ভারতীয় অর্থনীতি। ফলে ঝুঁকি কিছুটা থেকেই যাচ্ছে। আর করোনার অমিক্রন ধরনকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস সরাসরি ছাঁটাই করেছে ফিচ রেটিংস।

ভারতের রেপো রেট (যে সুদে স্বল্প মেয়াদে বাণিজ্যিক ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংক ঋণ দেয়) ও রিভার্স রেপো রেট (যে সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে শীর্ষ ব্যাংক স্বল্প মেয়াদে ঋণ নেয়) এই মুহূর্তে ঐতিহাসিকভাবে কম। তবে বাজার থেকে অতিরিক্ত নগদের একাংশ তুলে নিতে কিছু কৌশল নিয়েছে আরবিআই। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, মূল্যস্ফীতি এভাবে বাড়তি থাকলে আগামী বছর সুদের হার বৃদ্ধি কার্যত অবশ্যম্ভাবী।

বুধবার ঋণনীতি ঘোষণার পর রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেন, করোনার পরে অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে, বাড়ছে চাহিদা ও বিক্রি। তবে তাঁর বক্তব্য, আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনীতিতে কিছুটা শিথিলতাও থেকে গেছে। মানুষের কেনাকাটা এখনো করোনার আগের অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি। সে জন্য এখনো নীতিসহায়তা প্রয়োজন।

পাঁচ মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৩ হাজার কোটি টাকা

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আশাবাদী হতে পারছেন না জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। তিনি বলেন, ‘যদি রাজস্ব আদায়ের বর্তমান ধারা বজায় রাখতে পারি, তাহলে চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যের কাছাকাছি যাব কিংবা সরকারকে একটি স্বস্তিদায়ক রাজস্ব দিতে পারব।’

গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এনবিআরের চেয়ারম্যান এ কথা বলেন। সেগুনবাগিচার এনবিআর ভবনের সম্মেলনকক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এনবিআরের তথ্য-উপাত্ত বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি ১৩ হাজার ৯৯ কোটি টাকা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে শুল্ক-কর আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে ১ লাখ ২৬৭ কোটি টাকা। লক্ষ্য পূরণ না হলেও রাজস্ব আদায়ে গতবারের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আজ শুক্রবার ভ্যাট দিবস এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভ্যাট সপ্তাহ পালিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জাতীয় পর্যায়ে দেশের শীর্ষ ৯ সেরা ভ্যাটদাতা প্রতিষ্ঠানকে (উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায় খাতে তিনটি করে প্রতিষ্ঠান) সম্মাননা প্রদান করা হবে। রাজধানীর কাকরাইলের আইডিবি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ সেরা ভ্যাটদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। জাতীয় পর্যায়ে যে ৯টি প্রতিষ্ঠান সম্মাননা পাচ্ছে সেগুলো হলো উৎপাদন খাতে এরিস্টোফার্মা লিমিটেড, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড ও মেসার্স মায়া বিড়ি ফ্যাক্টরি; ব্যবসায় শ্রেণিতে এসএম মোটরস, এমকো বাজাজ

ইন্টারন্যাশনাল ও ম্যাবস ইউনিয়ন মোটরস লিমিটেড এবং সেবা শ্রেণিতে ইডটকো বাংলাদেশ কোং লিমিটেড, গ্রে অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড ও রবার্ট বস (বাংলাদেশ) লিমিটেড।

এ ছাড়া বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে প্রতি জেলায় উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে শীর্ষ ভ্যাটদাতাদের সম্মাননা দেওয়া হবে। এবার জেলা পর্যায়ে সেরা ভ্যাটদাতা ১০২টি প্রতিষ্ঠান সম্মাননা পাচ্ছে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ফিসকেল ডিভাইস (ইএফডি) বা ভ্যাটের মেশিন স্থাপন নিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এনবিআরের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, খুচরা পর্যায় থেকে ভ্যাট আহরণ বড় চ্যালেঞ্জ। এটি অবশ্য সম্ভাবনার খাতও। এত দিন পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এটি করতে প্রায় সব স্তরে ইএফডি মেশিন বসাতে হবে। এক লাখ মেশিনে হবে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ইএফডি মেশিন বসানো এবং সঠিকভাবে সেটি ব্যবহার হচ্ছে কি না, তা পাহারা দেওয়া এনবিআরের পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে নতুন ঘোষণা আসবে।

উল্লেখ্য, গত এক বছরের মধ্যে এনবিআর মাত্র সাড়ে তিন হাজার প্রতিষ্ঠানে ইএফডি মেশিন বসাতে পেরেছে। দেশে পৌনে তিন লাখের বেশি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে।